ড. ফ্র্যাঙ্কলিনের পরিকল্পনা

যুক্তরাষ্ট্র জাতি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার কয়েক বছর আগেই এর প্রতিষ্ঠাতা পিতা বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন দেশটিকে তিনি কি রূপে দেখতে চান তার একটি পরিকল্পনা করেছিলেন।

স্টেফান এ. শোয়ার্টজ্

An undated picture of a sketch of inventor, scientist and a signer of the U.S. Constitution Benjamin Franklin. (© AP Images)

১৭৭৬ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে এক রোববারে সত্তর বছর বয়স্ক বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ফ্রান্সের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ভার্সাইয়ের আদালতে নতুন জাতির একজন অন্যতম দুত রূপে দায়িত্ব পালন করতে তার এই যাত্রা। যুগান্তকারী 'স্বাধীনতার ঘোষণা'য় তার স্বাক্ষর ছিল যা প্রণয়নে তিনি সদ্যই সাহায্য করেছিলেন। তার কাজ ছিল তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক রাজার কাছ থেকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য অর্থ যোগাড় করা। ফরাসিদের সাহায্য আদায়ে তার চূড়ান্ত সাফল্য আসে 'প্যারিস চুক্তি'-তে তার আলোচনায়, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে।

ফ্র্যাঙ্কলিন স্বাধীনতার ধারণা পরে নিয়ে আসেন, প্রথমে তিনি উপনিবেশগুলোকে নিয়ে একটি আলাদা ইউনিয়ন গঠনের কথা বলেন। যখন তিনি স্বাধীনতা অর্জন করলেন, তখন তিনি যেমন দেখতে চান তেমন একটি দেশের রূপকল্প তৈরি করলেন: একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যার রাজনৈতিক শক্তির উৎস হবে দেশের নাগরিকরা। এ ধরনের একটি সমাজ বিনির্মাণ করতে বহু বছর আগেই তিনি একটি পরিকল্পনা করেন, যাতে ছিল তিনটি সরল ব্যবহারিক পদক্ষেপ: 'পুণ্যবান' নাগরিক সৃষ্টি, অভিন্ন উদ্দেশ্যে ছোট ছোট দল তৈরি এবং সমষ্টিগত কল্যাণের অঙ্গীকার, এবং এসব ছোট ছোট দল থেকে উদ্ভুত নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা।

১৭২৭ সালে তিনি ফিলাডেলফিয়ায় একদল বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রস্তাব করেন তারা সবাই মিলে একটি একটি দল গঠন করবেন, যাকে তিনি নাম দেন 'জান্টো' বলে। ছোট দলের ক্ষমতার ব্যাপারে এটা ছিল তার প্রথম অভিজ্ঞতা। সুযোগ সৃষ্টি করতে তিনি এই 'জান্টো' মডেল বারবার ব্যবহার করেন। শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতে করতে একটি ছোট দলই বিশাল হয়ে ওঠে। দলগুলো স্বাধীন সমাজের শিথিল নেটওয়ার্কে পরিণত হয়। পরিকল্পনাটি বিশেষভাবে কার্যকর হয় অগ্নি নির্বাপক প্রতিষ্ঠান গঠনে, কিন্তু প্রথমে

তিনি শহর রক্ষী ও এর সাথে লাইব্রেরিও চালু করেন। ১৭৪৩ সালের ১৪ই মে'তে তিনি চূড়ান্ত 'জান্টো'র ওপর কাজ শুরু করেন, যার নাম 'আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি।'

ফ্রান্সে দীর্ঘ সময়ব্যাপী দুতের কাজ থেকে ফিরে এসে ১৭৮৭ সালে তিনি সাংবিধানিক সনদের (কনস্টিটিউশনাল কনভেনশন) পেনসিলভানিয়া প্রতিনিধিদলের একজন একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এই কনভেনশনে যোগদানের জন্য ফিলাডেলফিয়ায় উপস্থিত হয়েই জর্জ ওয়াশিংটন ফ্র্যাঙ্কলিনের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করেন। ফ্র্যাঙ্কলিনই ছিলেন সে সময় জর্জ ওয়াশিংটনের সাথে তুলনীয় একমাত্র ব্যক্তি। কনভেনশনে ওয়াশিংটন ও ফ্র্যাঙ্কলিন মধ্যপন্থী শক্তি হিসেবে কাজ করেন। ওয়াশিংটন আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে একবার মাত্র কথা বলেন, আর ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছেন মাঝেমধ্যে। কিন্তু দেশটির সরকারের রূপ নিয়ে যখন তুমুল বিতর্ক চলছিল তখন দুজনই তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে গেছেন যাতে কনভেনশন ভেঙে না যায়।

দুই বছর পর, ১৭৯৮ সালে, ফ্র্যাঙ্কলিনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তার উইল পরিবর্তন করবেন। বস্টন ও ফিলাডেলফিয়া প্রতি রাজ্যকে তিনি 'এক হাজার পাউন্ড স্টারলিং' করে দিলেন। তার ইচ্ছা এই অর্থ ছোট ছোট অঙ্কে ঋণ দেওয়া হবে 'তরুণ বিবাহিত কারিগরদের, যাদের বয়স পঁচিশ বছরের নিচে, যারা উল্লিখিত শহর দু'টিতে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেছে; এবং বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখিত কর্তব্য পালন করেছে, এবং কমপক্ষে দুজন সম্মানিত নাগরিকের কাছ থেকে উত্তম নৈতিক চরিত্র সনদ লাভ করেছে...।" ফ্র্যাঙ্কলিন এখানে তিন ধরনের লোকের -- একজন তরুণ 'কারিগর' এবং 'দুজন সম্মানিত নাগরিক'-এর সমন্বয়ে একটি দল গঠনের বিষয়টি দেখেছেন। এভাবে ব্যক্তি ছোট ছোট দলে যোগ দিয়ে তাদের শহর, তাদের রাজ্য এবং অবশেষে তাদের জাতিকে সমৃদ্ধ করবে।

ফ্র্যাঙ্কলিনের সতর্ক নির্দেশনা অনুসারে ট্রাস্টগুলো টিকে ছিল ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। দুইশ' বছর ধরে এই ট্রাস্টগুলো বস্টন ও ফিলাডেলফিয়ার হাজার হাজার তরুণের পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন করেছে এবং এখনও করে চলেছে। ট্রাস্টগুলো বিলোপের সময় এগুলোর ছিল সাড়ে পঁয়ষট্টি লাখ ডলার, যা শিক্ষা কর্মসূচীগুলোতে সহায়তা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সে ধরনের লোকদেরকেই এই অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছে ফ্র্যাঙ্কলিন মূলত যাদের সেবা করার জন্য ট্রাস্টগুলো গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার ট্রাস্টগুলো বিখ্যাত গ্রামীণ ব্যাংক ও অনুরূপ প্রচেষ্টার মত আধুনিক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর আদলে গড়ে উঠেছিল।

১৭৯০ সালের ১৯শে এপ্রিল শনিবার রাত প্রায় ১১টার সময় তার ৮৪তম জন্মদিনের তিন মাস পরে ফ্র্যাঙ্কলিন পরলোক গমন করেন। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছিল আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। আনুমানিক ২০ হাজার লোক তার শোকমিছিলে ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে।

==========

(এই প্রবন্ধটি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে আমেরিকান দুতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ও প্রেস কর্তৃক ইংরেজিতে পুনঃপ্রকাশ ও এর অনুবাদ প্রকাশ করার অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে। পুনঃপ্রকাশের সময় লেখকের নাম ও নিম্নলিখিত নোটটি অবশ্যই থাকতে হবে: " কপিরাইট (প) ২০০১ স্টেফান এ. শোয়ার্টজ। প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ঝসরঃযংড়হরধহ মাগ্যাজিনের জুন ২০০১ সংখ্যায়"।)

জিআর/ ২৮শে জুন, ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*